234012 - রমযান মাস ৩০ দনিরে হোক কংিবা ২৯ দনিরে হোক ২১ শে রমযানরে রাত থকেে শষে দশক শুরু হয়

প্রশ্ন

আমার এক বন্ধু রমযানরে শষে দশক সম্পর্কে আমার মনে একটি প্রশ্নরে সৃষ্টি করছেনে। আমার বন্ধু বলনে: যদি রমযান মাস ২৯ দনিরে হয় তাহলে ১৯-২৯ তারখি পর্যন্ত শষে দশক হবে। শষে দশকরে বজেোড় রাত্রগিুলো আমি কভিাবে জানতে পারি? এ ব্যাপারে আপনাদরে কী প্রত্যুত্তর?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

রমযানরে শষে দশক ২১ শে রমযানরে রাত থকেে শুরু হয়। চাই ৩০দনিে মাস হোক কংিবা ২৯ দনি। এটি প্রমাণ করে সহহি বুখারী (৮১৩) ও সহহি মুসলমিরে (১১৬৭) হাদসি: আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানরে প্রথম দশ দনি ইতকিাফ করলনে। আমরাও তাঁর সঙ্গে ইতকিাফ করলাম। তখন জবিরাঈল (আঃ) এসে বললনে: 'আপনি যা তালাশ করছনে সটো সামনে'। এরপর তনিি মধ্যবর্তী দশ দনি ইতকিাফ করলনে, আমরাও তাঁর সাথে ইতকিাফ করলাম। তখন পুনরায় জবিরাঈল (আঃ) এসে বললনে: 'আপনি যা তালাশ করছনে সটো সামনে'। এরপর রমযানরে বশি তারখি সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দতিে দাঁড়য়িে বললনে: 'যারা আল্লাহর নবীর সঙ্গে ইতকিাফ করতে চান তারা যনে ফরিে আসনে (আবার ইতকিাফ করনে)। কনেনা আমাকে স্বপ্নে লাইলাতুল কদর অবগত করানো হয়ছে। তবে আমাকে তা (নর্িধারতি তারখিটি) ভুলয়িে দওেয়া হয়ছে। নঃিসন্দহেে তা শষে দশ দনিরে কোন এক বজেোড় তারখি। স্বপ্নে দখেলাম যনে আমি কাদা ও পানরি উপর সজিদা করছি। তখন মসজদিরে ছাদ খজেুররে ডাল দ্বারা নর্িমতি ছলি। আমরা আকাশে কোন কছিুই (মঘে) দখেনিি। হঠাৎ করে পাতলা একটি মঘে আসল এবং আমাদরে উপর বৃষ্টি নামল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে নয়িে সালাত আদায় করলনে। এমন কি আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপাল ও নাকরে অগ্রভাগে পানি ও কাঁদার চহি্ন দখেতে পলোম। এভাবইে তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরণিত হলো।"

সহহি বুখারীর অপর এর রওেয়ায়তে (২০২৭) এসছে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানরে মধ্যম দশকে ইতকিাফ করতনে। এক বছর তনিি ইতকিাফ করলনে। যখন একুশরে রাত এল, যে রাতরে সকালে তনিি তাঁর ইতকিাফ হতে বরে হতনে, তখন তনিি বললনে: যারা আমার সংগে ইতকিাফ করছে তারা যনে শষে দশকও ইতকিাফ করে। আমাকে স্বপ্নে এই

রাত (লাইলাতুল কদর) দেখানো হয়েছিল, পরে আমাকে তা (সঠিক তারিখ) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি যে, ঐ রাতের সকালে আমি কাদা-পানির মাঝে সিজদা করছি। তোমরা তা শেষ দশকে তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তালাশ কর। পরে এই রাতে আকাশ হতে বৃষ্টি হল। মসজিদ ছিল ছাদবিহীন। তাই মসজিদে বৃষ্টির ফোটা পড়ল। একুশের রাতের সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপালে কাদা-পানির চিহ্ন আমার এ দু'চোখ দেখতে পায়।"

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

"এটা সুস্পষ্ট যে, খোতবাটি ছিল বিশ তারিখ ভোরে। আর বৃষ্টি নেমেছে ২১ তারিখ রাতে।"[ফাতহুল বারী (৪/২৫৭) থেকে সমাপ্ত]

সহিহ বুখারী (২০১৭) ও সহিহ মুসলিম (১১৬৭)এর অপর এক রেওয়ায়তে এসেছে যে, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের মাঝের দশকে ইতিকাফ করতেন। বিশ তারিখ গত হয়ে যখন সন্ধ্যা হত এবং একুশ তারিখ শুরু হত তখন তিনি ঘরে ফিরে আসতেন। এবং তাঁর সঙ্গে যারা ইতিকাফ করেছিলেন সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে আসতেন।" এর থেকেও বুঝা যায় যে, শেষ দশক ২১ শে রমযানের রাত থেকে শুরু হয়।

এ কারণে সংখ্যা গরিষ্ঠ আলেমগণের মাযহাব (এদের মধ্যে চার মাযহাবের ইমামগণও রয়েছেন) হচ্ছে: যে ব্যক্তি শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতে চায় সে যেন একুশের রাত শুরু হওয়ার আগে সূর্যাস্তের পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করে।

আরও জানতে দেখুন: 14046 নং প্রশ্নোত্তর।

শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলো হচ্ছে- একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ ও উনত্রিশ এর রাত।

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

লাইলাতুল কদর রমযানের মধ্যেই রয়েছে। এ রাত রমযানের শেষ দশকেই রয়েছে। শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতেই রয়েছে। বেজোড় রাতগুলোর সুনির্দিষ্ট কোন রাতে নেই। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলোর সম্মিলিত নির্দেশনা এটাই প্রমাণ করে।[ফাতহুল বারী (৪/২৬০) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।